যদিদং

বীরেন চট্টোপাধ্যায়

ময়নাদা আমাদের রোল মডেল। ঘুড়ি ওড়ানো, বাজি বানানো থেকে ফুট টেনিস সব বিষয়ে এক্সপার্ট। ছাতে উঠেছে ঘুড়ি ওড়াতে। আমরা পাশে দাঁড়িয়ে দেখছি অন্য একটা ঘুড়ি বেয়াদবি করছিল। ময়নাদা বলল, ধর তো লাফাইয়া, ঘুড়ি ওড়ানো এলেম মিটিয়ে দিচ্ছি বাছাধনের। নিজের ঘুড়িটাকে ঠিক পজিশনে নিয়ে মারলো প্রচন্ড এক টান। বেয়াদব ঘুড়ি তো গেলই, এক লাইনে পড়ে আরও দু' তিনটি ঘুড়ি ভো - কাট্টা হয়ে গেল। এরকম ছিল ময়নাদার ঘুড়ি ওড়াবার রীতি।

কালী পুজোর পক্ষকাল আগে থেকেই সাজ সাজ রব। আমাদের দায়িত্ব ছিল কুল কাঠ জোগাড় করে আনা। সেগুলো পুড়িয়ে কয়লা। তারপর সোডা, গন্ধক, লোহাচুন মিশিয়ে তৈরী হ'তো তুবড়ির মশলা। ময়নাদার হাতে তৈরী উড়ন তুবড়ি, বসানো তুবড়ি দুটোই ছিল দেখবার মতো। পাড়ায় তিন রাস্তার মোড়ে বড় করে তুবড়ি প্রতিযোগিতার আসর বসতো কালীপুজোর রাতে। ময়নাদার ফার্স্ট হওয়া কেউ ঠেকাতে পারতো না।

তখন ছিল ফুট টেনিসের চল। পাড়ার পাড়ায়, ক্লাবে ক্লাবে প্রতিযোগিতা। ময়নাদার দুটো পা-ই সমান চলতো, ছিল দুরন্ত হেড। টপ স্কোরার প্রাইজটা বাঁধা ছিল ময়নাদার জন্য। অন্য পাড়ার ক্লাব গুলোকে হারাতে পেরে পাড়ার মর্যাদা বাড়তো, গর্ব হতো আমাদেরও একই পাড়ায় থাকি বলে।

তবে একটা বিষয়ে সুবিধে করতে পারেনি ময়নাদা। পরীক্ষার রেজাল্ট কোনদিন ভাল হতো না। ওরা ন'বন্ধু মিলে ক্লাব করেছিল। নাম 'নাইন জুয়েল্স'। ঘটা করে সরস্বতী পুজো করতো, কিন্তু তুষ্ট করতে পারলো না বিদ্যার দেবীকে।

ময়নাদার দেশের বাড়িতে থাকতো বাণীদি। দেখতে সুন্দরী, লেখা - পড়ায় ভাল, দারুণ গান গাইতে পারে। খুব হাসি - ঠাট্টা করত আমাদের কাছে নাইন জুয়েলসে এক একজন জুয়েলের রেজাল্ট নিয়ে। জুয়েল কথাটার মানে বাণীদিই বলে দিয়েছিল। নাইন জুয়েলসের পুজোর গান বাজছিল সনৎ সিংহের 'সরস্বতী বিদ্যেবতী, তোমায় দিলাম খোলা চিঠি একটু দয়া করো মাগো সত্যি যেন...।' ঠিক সেই সময় প্যান্ডেল থেকে বাইরে এল ময়নাদা। আমাদের সাথে কথা বলছিল বাণীদি। ময়নাদাকে দেখেই হেসে ফেলল ফিক করে। একটু গলা চড়িয়েই বলল, সরস্বতী যে কেন বেচারাদের কাকুতি মিনতি শোনে না! কথাটা কানে পৌঁছলো ময়নাদার। তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়ল প্যান্ডেলে। তারপর থেকেই বাণীদির সঙ্গে আমাদের দেখলে কেমন যেন না দেখার ভান করে চলে যেতো। সব বিষয়ে একস্পার্ট ময়নাদার এই পরাজয় আমাদের মনে বাজতো। কিন্তু বাণীদিকেও আমরা খুব ভালবাসতাম। কিছু বলতে পারতাম না ওকেও।

এক সময় বাণীদির থেকে ওপরের ক্লাসে পড়তো ময়নাদা। এখন একই ক্লাসে পড়ে দু'জনেই এবার ফাইন্যাল দেবে। কিন্তু টেস্টেই আটকে গেল ময়নাদা। বাণীদি ফাস্ট ডিভিসনে পাশ করে কলেজে ভর্তি হলো। আগে ময়নাদা না দেখার ভান করতো এখন বাণীদিকে দেখলে একেবারে চুপসে যায়। বছর ঘুরলো। এবারও হলো না। টেস্টে পাস করলেও ফাইন্যালে উতরোতে পারলো না ময়নাদা। ময়নাদার বাবা আর ঝুঁকি নিতে চাইলেন না। একটা কারখানায় ঢুকিয়ে দিলেন। সকালে বেরিয়ে যায়। ফেরে রাতে। পাড়ায় মেলা মেশা বন্ধ। স্বভাবতই মন খারাপ আমাদের।

কিছুদিন পর এলো আরও দুঃসংবাদ। ময়নাদা অন্য চাকরি নিয়ে দূরে চলে যাচ্ছে। পরিবেশটাই পাল্টে গেছে আমাদের পাড়ার। ঘুড়ি ওড়ানো, বাজি বানানো, ফুট টেনিস কোনটাতেই আর মন লাগে না আমাদের।

বাণীদি অনার্স নিয়ে বি এ পাস করেছে। বাবা বিয়ের কথা বললেন। বাণীদি রাজি নয়। আরও পড়বে। তারপরে চাকরি। আপাতত কিছুতেই বিয়ে নয়।

ইতিমধ্যে ঘটে গেল আরও একটা দুর্ঘটনা। বাণীদির মা আমাদের প্রিয় মাসিমা চলে গেলেন। কয়েক মাসের মধ্যেই নতুন বউ ঘরে আনলো বাণীদির বাবা। হাসি-খুশি বাণীদি কেমন মিইয়ে গেল। আমাদের সাথে আর সেভাবে কথা বলে না। গান গায় না। তারপর একদিন দূরে কোনোও স্কুলে চাকরি নিয়ে চলে গেল।

ময়নাদা নেই, বাণীদি নেই। পাড়াটাই কেমন ঝিমিয়ে গেছে। দিনকাল সুবিধের নয়। অনেকেই বাইরের রকে পাঁচিল তুলে দিচ্ছে। উঠে যাচ্ছে রকে বসে আড্ডা, মেলামেশাও। এদিকে পাড়ায় নিত্য নতুন বাড়িঘর হচ্ছে। কাটা পড়েছে একটার পর একটা গাছও। ভরাট হয়ে গেল দু'দুটো পুকুর। নির্জন সেই জায়গা গুলো ছুটির দিন দুপুরে ছোটদের হুঁস হুঁস খেলা। বিকেলে বুড়ি বসন্ত, হাডুডু হারিয়ে গেল সব কিছু। একেবারে নিস্তরঙ্গ জীবন।

এভাবেই দিন কাটে। আমাদের সময় হলো কেরিয়ার গড়ার। চাকরি সূত্রে এখন হাওড়া খড়গপুর লাইনে ডেলি প্যাসেঞ্জার। অফিসের কাজে ঘুরতে হয় নানা জায়গায়। ফেরার সময় শরীর থাকে ক্লান্ত। ট্রেনে বসে ঘুম এসে যায়।

ঘুম ভাঙ্গে এক মহিলার ব্যাগের খোঁচায়। 'সরি' বলতে গিয়ে একটু থমকে গেলেন ভদ্রমহিলা, আদিত্য না?

এবার বিস্ময়ে পালা আমার। মহিলাকে তো চিনতে পারছি না।

চিনতে পারছিস না? তোদের বাণীদি।

মেয়েদের অনেক দিন পরে দেখলে সহজে চেনা যায় না, সেটা জানা ছিল। তাই বলে এত পরিবর্তন! সিঁথিতে সিঁদুর। বাণীদি তাহলে বিয়েও করেছে!

তারপর পাড়ার খবর কি? বাণীদি জানতে চাইল

কী বলব ভেবে পাচ্ছি না। এখন যারা আছে হয়তো ভালই আছে। পুরোনো যে ক'জন পড়ে আছে তাদের ভালো লাগে না। পরিচিত মানুষেরা সব কে কোথায় ছিটকে গেছে। বাণীদিরই কি ভালো লাগবে এসব জেনে? তবু কিছু তো বলতেই হলো।

নাইন জুয়েলসের সব কেমন আছে? ওদের নিয়ে আগেকার ঠাট্টা নয়, বরং কিছুটা সহানুভূতিই শোনা গেল বাণীদির কথায়।

ওরা কেউ পাড়ায় নেই।

বোধহয় একটা দীর্ঘশ্বাস পড়লো বাণীদির। চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। হাজার হোক, নস্টালজিযা তো মানুষকে ছাড়ে না। ট্রেণ সাঁকরাইল স্টেশন পাস করছে। বাণীদি বললো, আন্দুল স্টেশনের কাছে জোড়হাটে আমার বাড়ি। যদি তাড়া না থাকে তো চল্ না, আধ ঘন্টা বসে চা খেয়ে যাবি। রিক্সা ডাকতে যাচ্ছিল বাণীদি। বললাম, থাক না, হেঁটেই যাই। জায়গাটাও দেখা হবে, মন খুলে কথাও বলা যাবে। স্টেশন থেকে বেরিয়েই বাঁ দিকে চওড়া রাস্তা চলে গেছে। দু'পাশে পুরোনো ধাঁচের বড় বড় বাড়ি, যার অনেকগুলোই হেরিটেজ মর্যাদা পাবার দাবি রাখে। বাগান, ফুকুর মিলিয়ে সুন্দর পরিবেশ। দিন শেষ হয়ে আসছে ঘরে ফেরা পাখিদের কলতানে মুখর হয়ে আছে পুরো এলাকাটা।

জায়গাটা তো দারুণ। স্বতস্ফূর্ত ভাবেই কথাটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল।

সেজন্যই তো এখানে আছি। নইলে স্কুলের কাছেই ঘর নিতাম। কলকাতার এত কাছে। কিন্তু ভোর বেলা ঘুম ভাঙে পাখির ডাকে। স্টেশন যাবার পথে রোজ একটা পাপিয়ার ডাক শুনতে পাই, 'পিউ কাঁহা, পিউ কাঁহা।' মনটা ভরে যায়। আমি এখানে খুব ভাল আছি রে। -বাণীদি কিন্তু বাড়িয়ে বলেনি। তখন প্রায় অন্ধকার। ভাল করে দেখা যাচ্ছে না চারদিক। তবু বুঝতে অসুবিধে হয় না। অনেকটা জায়গা নিয়ে বাড়ি। গাছ আছে কয়েকটা। তখনও পুরো থেমে যায়নি পাখিদের কিচির মিচির। পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে সরস্বতী নদী। নদী না বলে একটা খাল বলা ভাল। তবে গঙ্গার সাথে যোগ থাকায় জোয়ার ভাঁটা খেলে। এক সময় নাকি এই নদী দিয়েই আন্দুল রাজ পরিবারের বাণিজ্য তরী চলাচল করতো। আন্দুল রাজবাড়ি কাছেই।

বাপের বাড়ির কথা জানতে চাইলে হয়তো অস্বস্তি বোধ করবে, তাই সেকথা তুললাম না। কিন্তু সিঁথিতে সিঁদুর, তাহলে বাড়িতে আর কেউ নেই কেন!

নারে বাড়িতে আর একজন আছে। বোধহয় ইভনিং ওয়ার্কে বেরিয়েছে। এক্ষুনি এসে পড়বে। বলতে বলতে চেন্জ করতে গেল বাণীদি। পুরু লেনসের চশমা পরা দীর্ঘদেহী একজন মানুষ ঘরে ঢুকে আমাদের দিকে কিছুক্ষণ দেখে চলে গেলেন ভেতরে।

চা নিয়ে এসে বাণীদি ডাক দিলেন, এসো না এ'ঘরে। দেখি চিনতে পার কি না।

ভদ্রলোক আমাকে চেনবার চেষ্টা করছেন, কথা বললো বাণীদি, কারখানায় কাজ করার সময় এ্যাক্সিডেন্টে চোখ দুটো ড্যামেজ হযেছে। সামান্যই শুনতে পায়।

দু'জনে দু'জনের কাছে অপরিচিতই রয়ে গেলেম।

ফেরার সময় স্টেশন পর্যন্ত সাথে এল বাণীদি। ট্রেণ আসতে কিছুটা দেরি আছে। কোনরকম ভূমিকা না করেই বললাম, তোমার বরের সাথে পরিচয় করালে না যে!

কী করি বল্? এক সময় যে মানুষটা সবেতে একস্পার্ট ছিল এখন চোখের জন্য কাজ করতে পারে না। বউয়ের রোজগারে খেতে হচ্ছে বলে শরমে মরে থাকে। এ পাড়াতেও কারু সাথে মেলামেশা করে না।

কতদিন হলো কপাল ফাটিয়েছে?

এই তো কয়েক বছর।

তোমাদের কি এল, এম?

খুব দেখছি ডেপো হয়েছিস! ইস্কুলের নতুন বিলডিং এর কাজ চলছে। একজনকে দেখলাম মিস্ত্রীদের বকাঝকা করছে। বাইরে বেরিয়ে এলাম। আমাকে দেখে অমন তেজী মানুষটা কেমন চুপসে গেল। দেখে খুব মায়া হলো। ঘরে ডেকে পাঠালাম। এভাবেই হয়ে গেল।

বাণীদি রহস্য ভাঙলো না। আমার কিন্তু বুঝতে অসুবিধে হয়নি মানুষটা আসলে কে?